

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো বাংলাদেশের ওয়াক্ফে নও সদস্যরা



“সর্বদা খেলাফতের সঙ্গে আপনার বন্ধন শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন”

- হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)

৩০ জানুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশের ওয়াক্ফে নও স্কিমের ১৩৫ জনেরও বেশি পুরুষ সদস্যের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)।

হযরত আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াক্ফে নও সদস্যগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের জাতীয় কার্যালয়, ঢাকার দারুল তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পরে একটি নয়ম (ধর্মীয় কবিতা) এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীস ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর লেখনী থেকে পাঠ করা হয়।

এক ঘণ্টার এই সভার বাকি সময়ে, ওয়াক্ফে নও স্কিমের সদস্যরা তাদের ধর্মবিশ্বাস, জীবন উৎসর্গকরণ এবং সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে হযরত আকদাসের নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

ইসলামের সেবায় একজন ওয়াক্ফে নও কীভাবে তার জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকারকে উত্তমরূপে পূরণ করবেন— সে বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনার জন্মের আগে আপনার পিতা-মাতা ইসলামের সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করেন এবং যখন আপনি ১৫ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন আপনি ওয়াক্ফে নও-এর অঙ্গীকার নবায়ন করেন। যদি আপনি এটি মাথায় রাখেন, তাহলে আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবায় আপনি একজন জীবন



উৎসর্গকারী, আর একজন ওয়াক্ফে নও-এর প্রথমত কর্তব্য হচ্ছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ মান্য করা, অনুসরণ এবং অনুশীলন করা ... আপনি শুধুমাত্র তখনই ওয়াক্ফে নও-এর চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন যখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে, পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ-নিষেধ আপনাকে পালন করতে হবে।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“আপনাকে অবশ্যই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে এবং ছেলেদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা’তে আদায় করা। সে-সব নামাযে আল্লাহ্ তা’লার কাছে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দোয়া করুন যেন তিনি আপনাদেরকে সকল মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করেন এবং আপনাকে ওয়াক্ফে নও হিসেবে আপনার দায়িত্বাবলী এবং আল্লাহ্ তা’লার সকল আদেশ পালনে সক্ষম করেন। দ্বিতীয়ত, আপনি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবেন এবং শুধুমাত্র আরবী ভাষায় এটি তেলাওয়াত করবেন না, বরং এর পাশাপাশি এর অর্থও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবেন।”

এ ছাড়াও ছয়ূর আকদাস ব্যাখ্যা করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের খেলাফতের সাথে একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখাও অপরিহার্য।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“সর্বদা খেলাফতের সাথে আপনার বন্ধনকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন এবং এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন আপনি যুগ-খলীফার সমস্ত ভাষণ, বক্তৃতা এবং নির্দেশনা শুনবেন। এভাবেই আপনি আপনার ধর্ম-বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে একজন উত্তম ওয়াক্ফে নও-এ পরিণত হতে পারবেন।”



সভায় উপস্থিত একজন কম-বয়সী ওয়াক্ফে নও জিজ্ঞাসা করেন যে, আল্লাহ্ কেন করোনা ভাইরাস পাঠিয়েছেন।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“পৃথিবীতে অনেক অসুখ-বিসুখ আসে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন সময়ে টাইফয়েডের প্রাদূর্ভাব অথবা ফ্লু (সর্দি-কাশি) বা অন্য কোনো অসুখেরও প্রাদূর্ভাব ঘটে থাকে। কখনও কখনও এসব রোগ-ব্যাধির মধ্যে যেগুলো বিস্তার লাভ করে বৈশ্বিক মহামারীতে পরিণত হয়, সেগুলোকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানবজাতিকে এ কথা স্মরণ করানোর জন্য প্রেরণ করেন যে, এক খোদা আছেন এবং তারা যেন তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের কৃত পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অসুস্থতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে।”

অংশগ্রহণকারীদের একজন উল্লেখ করেন যে, হুয়ূর আকদাস তাকে লাইবেরিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দ্বারা পরিচালিত একটি হাসপাতালে ডাক্তার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তিনি হুয়ূর আকদাসের নিকট দোয়া এবং দিক-নির্দেশনার জন্য আবেদন জানান।

এতে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনার প্রতি আমার দিক-নির্দেশনা এই যে, আপনার উচিত আফ্রিকার জনগণকে সত্যিকারের আন্তরিকতা এবং সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সেবা করা। আফ্রিকার জনগণ এ রকম যে, যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হয় আর তাদের দেখাশোনা করা হয়, তাহলে তারা আপনার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ হবে এবং তারা আনন্দিত হবে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাদের সেবা করছে। আপনি যদি উত্তম আচরণ এবং উত্তম নমুনা প্রদর্শন না করেন, তাহলে একজন জীবন-উৎসর্গকারী ডাক্তার হিসেবে যথাযথভাবে সেবা করার পরিবর্তে, আপনি আমাদের জামা'তের বদনামের কারণ হবেন। সর্বদা মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে আপনি সেখানে যাচ্ছেন। তাই মানুষের সেবা করেই আপনাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।”

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক নির্মাণাধীন একটি চিকিৎসা-কেন্দ্রে জীবন-উৎসর্গকারী হিসেবে কাজের জন্য নিযুক্ত আরেকজন ডাক্তারও দোয়া এবং দিক-নির্দেশনা চান।



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আপনাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম এবং দোয়া করতে হবে। একজন ডাক্তারের সবসময় মনে রাখা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ তা'লাই একজন রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকেন। তাই, এ কারণে, যখনই আপনি কোনো রোগী দেখেন, তাকে দেখার আগে দোয়া করুন এবং যখন আপনি প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) লিখেন, তখন এর উপরে ‘হুয়াশ্-শাফী’ [তিনিই আরোগ্যদাতা] লিখুন ... আর, যে-সকল রোগীকে আপনি দেখেছেন, রাতে নামাযে [তাহাজ্জুদে] তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দান করেন এবং আপনার হাতে তাদের আরোগ্য (শিফা) দান করেন।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“প্রত্যেক রোগীর প্রতিই বিশেষ মনোযোগের সাথে অত্যন্ত দয়ালু আচরণ করুন। যদি আপনি এরূপ করেন, তাহলে তার প্রতি আপনার উত্তম আচরণের দ্বারাই রোগীর অসুস্থতার অনেকটা উন্নতি সাধন করবে এবং বাকি অসুস্থতা ঔষধ দ্বারা নিরাময় হবে। যদি আপনি দোয়া করেন এবং ঔষধ প্রদান করেন, তাহলে আপনার নিকট যে-সব রোগী আসেন তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করানোর তৌফিক প্রদান করবেন আল্লাহ এবং আপনার মাধ্যমে তাদেরকে সুস্থতা দান করবেন।”

একজন ওয়াক্ফে নও প্রশ্ন করেন, ওয়াক্ফে নও সদস্যদের কী ধরনের গঠনমূলক বিনোদনের অনুষ্ঠান দেখা উচিত। হুযূর আকদাস বলেন যে, টিভি নাটক বা চলচ্চিত্র দেখার পরিবর্তে, বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা উচিত। উপরন্তু, হুযূর আকদাস পুনরায় দৈনিক পাঁচ ওয়াজ নামায আদায়ের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, দৈনিক পাঁচ ওয়াজ নামায আদায় একজন ব্যক্তিকে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। আর তাই, যথাযথ পরিশ্রমের সাথে নামায আদায়ের জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

হুযূর আকদাস আরও পরামর্শ দেন যে, কম্পিউটার এবং অনলাইন-গেম খেলা, যা মানুষকে অলস করে তোলে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, সে-সবের পরিবর্তে বাইরের কার্যক্রম ও খেলাধুলায় অংশ নেওয়া এবং বন্ধুত্বের জন্য ভাল সঙ্গী খোঁজা অধিকতর শ্রেয়।

অলসতা এবং তা এড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আকদাস বলেন যে, শিশু এবং কিশোর-তরুণদের কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতার সাথে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের সময় যেন একটি

ফলপ্রসূ এবং কার্যকর উপায়ে ব্যয় করা হয়, সেজন্য একটি দৈনন্দিন সময়-সূচি তৈরির পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে প্রতিটা দিন [এর কার্যক্রম] শুরু করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমরা কীভাবে আলস্য থেকে মুক্তি পেতে পারি? দৃঢ়-সঙ্কল্পের মাধ্যমে। প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি অলসতা প্রদর্শন করবেন না। প্রথমত, ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে ভোরে ঘুম থেকে উঠুন এবং তারপর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করুন। দোয়া করার সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট নিজেদের আলস্য দূর করার জন্যও দোয়া করা উচিত।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“ব্যক্তিগত দৃঢ়-সঙ্কল্পই হলো সর্বপ্রধান বিষয়। এই ব্যাপারে অন্য কেউই আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। আপনার নিজেকেই এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একজন ডাক্তার শুধুমাত্র ওষুধ দিতে পারেন। তিনি জোর করে আপনার মুখে ওষুধ ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না। আপনাকেই স্বয়ং আপনার চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করুন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট আপনাদের অলসতা দূর করার জন্য দোয়া করুন।”